[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (AAA) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

গাংনীতে এলজিইডির হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে ঘুষ ও অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) অফিসের হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের কাছ থেকে বিল ছাড়ের নামে কমিশন নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

উন্নয়ন কাজের বিল দ্রুত প্রস্তুত ও ছাড় করে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি ১ থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ আদায় করেন বলে ভুক্তভোগী ঠিকাদাররা দাবি করেছেন। এতে অনেক ঠিকাদার একপ্রকার জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ঠিকাদার অভিযোগ করে বলেন, নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় বিল জমা দিলেও নানা অজুহাতে ফাইল আটকে রাখা হয়। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী কমিশন দিলে দ্রুত বিল তৈরি হয়ে যায়। সরকারি নিয়ম মেনে কাজ শেষ করার পরও বিলের জন্য অফিসে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হতে হয়। টাকা দিলে কাজের গতি বাড়ে, না দিলে তৈরি করা হয় নানা জটিলতা।

এছাড়া ওই হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়মিত অফিস ফাঁকি, কর্মস্থলে অনুপস্থিতি ও দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগও রয়েছে। ঠিকাদারদের দাবি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শতভাগ ঠিক থাকার পরও বিল নিষ্পত্তিতে তাঁদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হয়।

স্থানীয় কয়েকজন ঠিকাদার অভিযোগ করেন, আসাদুজ্জামান স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় নিজের প্রভাব খাটিয়ে অফিসে একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি করেছেন। এমনকি তিনি উপজেলা প্রকৌশলীর নির্দেশনাকেও তোয়াক্কা করেন না। তাঁদের ভাষায়, অফিসে যেন এক ধরনের রামরাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পান না, কারণ প্রতিবাদ করলে ভবিষ্যতে আরও বড় হয়রানির শিকার হতে হবে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো জবাব না দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পারলে আমাকে বদলি করে দেন।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, আসাদুজ্জামানকে নিয়ে আমিও বড় বিপদে আছি। সব কথা ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারি না।

স্থানীয় সচেতন মহল ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের দাবি, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গাংনী এলজিইডি অফিসের এই অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দ্রুত একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল নির্মাণশ্রমিকের

মেহেরপুরের গাংনীতে তুষার বিশ্বাস (২৭) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মরদেহ তার নিজ শয়নকক্ষ থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া পূর্বপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত তুষার বিশ্বাস একই এলাকার মনিরুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, তুষার বিশ্বাস পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন। তিনি বেতবাড়িয়া পূর্বপাড়ায় নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন।

কয়েকদিন ধরে তার স্ত্রী ববিতা খাতুন মায়ের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এছাড়া গতকাল তার বাবা-মা এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান।

আজ বিকেলে তুষারের বাবা মনিরুল ইসলাম বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, বিদ্যুতের একটি ছেঁড়া তার ঘরের মধ্যে রয়েছে এবং তুষার দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বিছানার ওপর বসা অবস্থায় আছেন।

তিনি ছেলেকে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে শরীরে স্পর্শ করলে তুষার বিছানার ওপর পড়ে যান। তখন পরিবারের সদস্যরা ধারণা করেন, তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তুষার বিশ্বাসকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।

গাংনীতে সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া-সাহারবাটি মাঠে জমি চাষ করার সময় সাপের কামড়ে মাহাতাব আলী (৪০) নামের একজন কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে সাহারবাটি মাঠে এঘটনা ঘটে। নিহত মাহাতাব আলী হিজলবাড়ীয়া গ্রামের মৃত শামসুল আলীর ছেলে।

‎স্থানীয়রা জানান কৃষক মাহাতাব আলী সকালে জমিচাষ করার সময় জমির আইলে থাকা একটি গর্তে থেকে বিষধর সাপ তাকে কামড় দেয়। এ সময় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চৌগাছা গ্রামের ইদ্রিস সাপুড়ের কাছে নিয়ে যান।

‎ওঝা ইদ্রিস আলী ৪ ঘন্টা ধরে ঝাড়ফুক করে যখন রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রোগীর স্বজনরা পরে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ডাক্তার নাহিদ হোসেন তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

‎এব্যাপারে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের ডাক্তার নাহিদ হোসেন জানান, যদি রোগীকে সময় মত নিয়ে আসা হতো তাহলে এন্টিভেনম প্রতিষেধক ছিল দিলে হয়তো বেঁচে যেত। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। খবর শুনে পুলিশের একটি টিম গাংনী হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

‎এ ব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রধান শিক্ষক, চেয়ারম্যান ও কাজী—এক আলমের তিন রূপ !

মু. আলম হুসাইন একাধারে একটি এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং একই ইউনিয়নের সরকারি কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার)।

আইন অনুযায়ী একই ব্যক্তি সরকারের একাধিক প্রতিষ্ঠান বা কোষাগার থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার বিধান না থাকলেও, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইনের ক্ষেত্রে ঘটছে তার উল্টোটা। তিনটি পদ থেকেই তিনি নিয়মিত নিচ্ছেন সরকারি বেতন-ভাতা ও আর্থিক সুবিধা।

ত্রিমুখী দায়িত্বের বেড়াজালে পড়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজই ঠিকমতো হচ্ছে না। ফলে একদিকে যেমন ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ, অন্যদিকে চরম নাগরিক হয়রানির শিকার হচ্ছেন ইউনিয়নবাসী। অভিযুক্ত চেয়ারম্যান নিজেও এই অব্যবস্থাপনার কথা আংশিক স্বীকার করেছেন।

বিদ্যালয়ে হ য ব র ল অবস্থা

অনুসন্ধানে জানা যায়, মু. আলম হুসাইন ২০১৮ সালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু যোগদানের পর থেকেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও পরিবেশ ধসে পড়েছে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর কয়েকজন শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানায়, “হেডস্যার স্কুলে ঠিকমতো আসেন না। সেই সুযোগে অন্যান্য শিক্ষকরাও নিজেদের ইচ্ছামতো স্কুলে আসেন, মন চাইলে ক্লাস নেন। আমাদের কত সুন্দর খেলার মাঠ আছে, অথচ কোনো খেলাধুলা করানো হয় না।”

প্রধান শিক্ষকের এই অনুপস্থিতি নিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক

জানান, একজন মানুষ একই সাথে পুরো একটা ইউনিয়ন পরিষদ এবং বিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারেন না। দুটি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে ম্যানেজ করা অসম্ভব। এর ফলে বিদ্যালয়টি অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে কারিগরি শাখাসহ প্রায় ৫৫৩ জন শিক্ষার্থী এবং ৩০ জন শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন, যারা এখন প্রশাসনিক স্থবিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন।

সপ্তাহে ১-২ দিন যান ইউপিতে, সেবা পেতে ছুটতে হয় ‘নিজস্ব অফিসে’

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, মু. আলম হুসাইন ২০১১ সালে প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ২০১৬ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ২০২২ সালের ২ জানুয়ারি তিনি পুনরায় চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বর্তমানেও পদে বহাল আছেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মতিয়ার রহমান জানান, চেয়ারম্যান একই সাথে প্রধান শিক্ষক ও কাজীর দায়িত্ব পালন করায় সপ্তাহে মাত্র এক থেকে দুই দিন পরিষদে আসেন। জরুরি কোনো কাজ বা স্বাক্ষরের প্রয়োজন হলে নাগরিকদের চেয়ারম্যানের ‘হাড়াভাঙ্গা’ এলাকার নিজস্ব অফিসে গিয়ে কাজ করিয়ে আনতে হয়। এতে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

স্বজনপ্রীতি ও বিধিবহির্ভূত কাজী নিয়োগের অভিযোগ

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালের ৮ জুন কাজিপুর ইউনিয়নের কাজী (বিবাহ রেজিস্ট্রার) হিসেবে নিয়োগ পান আলম হুসাইন। মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা অনুযায়ী, কাজী নিয়োগ কমিটির অন্যতম সদস্য হলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। আলম হুসাইন তৎকালীন সময়ে চেয়ারম্যান পদে থেকে নিজেই নিজের নিয়োগ কমিটিতে ছিলেন, যা চরম স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) এবং নীতিবহির্ভূত।

কী বলছে সংশ্লিষ্ট সরকারি বিধিমালা?

আইন ও বিধি অনুযায়ী মু. আলম হুসাইনের এই একাধিক পদে থাকা এবং আর্থিক সুবিধা নেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

নির্দেশানুযায়ী ব্যবস্থা নেব।”

মেহেরপুরের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক (ডিডি এলজি) পার্থ প্রতিম শীল বলেন, “একজন ব্যক্তি কোনোভাবেই সরকারের একাধিক কোষাগার বা উৎস থেকে আর্থিক সুবিধা নিতে পারেন না। বিষয়টি যেহেতু এখন আমাদের নজরে এসেছে, তদন্তপূর্বক দ্রুত এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

এলাকাবাসীর দাবি, অতি দ্রুত এই অনিয়মের অবসান ঘটিয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক এবং ইউনিয়নবাসীকে প্রশাসনিক হয়রানি থেকে মুক্ত করা হোক।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গাংনীতে সিএফএইচ’র বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাম ফর হিউম্যানিটি (সিএফএইচ)। এ সময় সংগঠনটির উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ‘গ্রিন মেহেরপুর ক্যাম্পেইন ২০২৬’।

শনিবার (৬ জুন) সকালে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বর ও শহরের বিভিন্ন সড়কের রোড ডিভাইডারে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিএফএইচ’র ভারপ্রাপ্ত প্রধান সমন্বয়ক মিলি আক্তার বর্ষা, মেহেরপুর জেলা ইউনিটের সমন্বয়ক মো. তুহিন, রায়হান রাফি, মিয়াজান আলী, আশিকুর রহমানসহ সংগঠনের অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা।

এ সময় বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান সমন্বয়ক মিলি আক্তার বর্ষা বলেন, পরিবেশ রক্ষা ও সামাজিক বনায়নের লক্ষ্য নিয়ে কাম ফর হিউম্যানিটি প্রতিবছর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ‘গ্রিন মেহেরপুর ক্যাম্পেইন

২০২৬’ এর যাত্রা শুরু করা হয়েছে। তিনি বলেন, একটি সবুজ, সুন্দর ও বাসযোগ্য মেহেরপুর গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তিনি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মামুন অর রশিদ বিজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনা, পরিবেশ ও মানবতার প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সার্বিক দিকনির্দেশনার ফলেই প্রতিবছর এ ধরনের কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে।

মিলি আক্তার বর্ষা আরও জানান, এ কর্মসূচি শুধু বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পুরো বর্ষা মৌসুমজুড়ে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষের মাঝে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

পাশাপাশি জেলার সর্বস্তরের মানুষকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করতে ‘বৃক্ষবন্ধু প্রতিযোগিতা ২০২৬’ এর আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, “একটি গাছ শুধু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে না, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও সুন্দর পৃথিবী গঠনেরও অন্যতম মাধ্যম। তাই সবাইকে অন্তত একটি করে গাছ লাগানো এবং তার পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।”

কর্মসূচি শেষে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জেলার বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিশুসহ নিহত ৩, আহত ২

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের ওলিনগর এলাকায় ইজিবাইক ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ জুন) দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা মাঠপাড়া গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে ইজিবাইকচালক আরিফুল ইসলাম (৩২), একই গ্রামের মাহিমের চার বছর বয়সী মেয়ে আফরিন এবং যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার সজীব আলীর ছেলে মাহিমের ভাগ্নে আকবর আলী (১০) ওরফে আবরার। আহত হয়েছেন মাহিম আলী ও তার স্ত্রী মুক্তা খাতুন। তারা কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরিফুল ইসলাম মাহিমের পরিবারের ৪ জন যাত্রী নিয়ে শালিকা থেকে মটমুড়ায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের যাচ্ছিলেন। পথে তেরাইল ওলিনগর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে ইজিবাইকটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই ইজিবাইক চালক আরিফ মারা যান এবং যাত্রীরা গুরতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে মাহিমের মেয়ে আফরিন ও ভাগ্নে আবরার মারা যায়।

অপরদিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশু আফরিন ও আকবর আলীর মৃত্যু হয়।

আফরিনের মামা রহিদুল ইসলাম জানান, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের যাওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে। কুষ্ঠিয়ার নেওয়ার পর আফরিন ও আবরার মারা গেছে। মাহিম ও মুক্তার অবস্থাও আশঙ্কাকা জনক।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক, ইজিবাইক এবং নিহত আরিফুল ইসলামের মরদেহ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এদিকে, ইজিবাইক চালক আরিফের মরদেহ উত্তর শালিকা গ্রামের পৌছালে পুরো এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। আফরিন ও আবরারের মরদেহ শালিকা উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়া থেকে রওয়ানা হয়েছে। বিকালে আরিফের দাফন সম্পন করার প্রস্তুতি চলছে।

১২ দিন পর থানায় মামলা, প্রধান আসামি নুর ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা বাজারে সালিশের নামে এক গৃহবধূকে প্রকাশ্যে মারধর, শ্লীলতাহানি ও নির্যাতনের ভাইরাল ঘটনায় অবশেষে মামলা হয়েছে। ঘটনার ১২ দিন পর গতকাল বুধবার গাংনী থানায় ভুক্তভোগী আলপনা খাতুনের এজাহারের ভিত্তিতে মামলাটি রেকর্ড করা হয়। মামলায় স্থানীয় বিএনপি নেতা নুর ইসলামসহ পাঁচজনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার বাদী আলপন খাতুন। মামলায় নুর ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন, সিদ্দিক আলী, জালাল আলী ও রাজু আলীকে আসামি করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে বাড়িতে প্রবেশ, মারধর, শ্লীলতাহানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, গত ২৪ মে সকালে নিজ বাড়িতে অবস্থানকালে আলপনা খাতুনকে গালিগালাজ করতে করতে তার বাড়িতে প্রবেশ করেন অভিযুক্তরা। তিনি প্রতিবাদ করলে সংঘবদ্ধভাবে তার ওপর হামলা চালানো হয়। একপর্যায়ে তাকে মাটিতে ফেলে কিল-ঘুষি ও লাথি মারা হয় এবং শ্লীলতাহানি করা হয়। তাকে রক্ষা করতে গেলে তার ছেলে বেল্লাল হোসেনকেও মারধর করা হয়। হামলার সময় তার গলায় থাকা প্রায় ৪০ হাজার টাকা মূল্যের একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার পরপরই নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে এক নারীকে প্রকাশ্যে মারধরের দৃশ্য দেখা যায়। ভিডিওটি ভাইরাল হলে এলাকাজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে।

ভুক্তভোগীর পরিবারের দাবি, ঘটনার দিন আলপনা খাতুন একটি ধর্ষণ মামলার হাজিরা দিতে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে স্থানীয়ভাবে সালিশের নামে নির্যাতন করা হয়। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি বেশ কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন।

পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দিলেও তাৎক্ষণিকভাবে মামলা নেওয়া হয়নি। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে বুধবার গাংনী থানায় মামলাটি রেকর্ড হয়।

এদিকে নুর ইসলামের বিরুদ্ধে এর আগেও প্রভাব খাটানো ও নারী নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। কয়েক মাস আগে এক ধর্ষণ মামলার বাদীকে আদালতে যেতে বাধা দেওয়া, আটকে রেখে মারধর ও নির্যাতনের অভিযোগেও তিনি আলোচনায় আসেন। তবে ওই সময় তিনি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।

গাংনী থানার পুলিশ জানিয়েছে, মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে। অভিযোগের বিষয়গুলো তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘটনাটি নিয়ে এলাকাজুড়ে এখনো আলোচনা চলছে। ভাইরাল হওয়া নারী নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

গাংনীতে ১শ পিস ইয়াবাসহ মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ব্রিজ বাজার এলাকা থেকে ১০০ পিস ইয়াবাসহ আব্দুস সালাম (৩৫) নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বুধবার বিকেল ৫টার দিকে গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের কাজিপুর ব্রিজ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আব্দুস সালাম কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার মোল্লা তেঘরিয়া এলাকার মৃত বদিউজ্জামান রাশেদের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী থানার ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই নাসির জানান, বুধবার বিকেলে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন,

একটি কালো রঙের এফজেড ভার্সন-৩ মোটরসাইকেলে করে ধর্মদহ এলাকা থেকে ইয়াবা নিয়ে এক মাদক কারবারি কাজিপুরের দিকে আসছে।

এ তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ কাজিপুর ব্রিজ বাজার এলাকায় অবস্থান নেয়। পরে মোটরসাইকেল আরোহীকে থামিয়ে তল্লাশি চালানো হলে তার প্যান্টের পকেটে থাকা একটি সিগারেটের প্যাকেটের ভেতর কাগজে মোড়ানো ১০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। এ সময় ইয়াবা পরিবহনে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটিও জব্দ করা হয়।

পরে উদ্ধারকৃত ইয়াবা ও জব্দকৃত মোটরসাইকেলসহ আব্দুস সালামকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়।